শৈলকুপা উপজেলা উপ-নির্বাচনে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে শিমুল

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ইং শৈলকুপা উপজেলার উপ-নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন “গ্রামকে শহরে” রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। শৈলকূপা উপজেলার উন্নয়নে নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন তিনি।

যে জনপদে চলতো অস্ত্রের ঝনঝনানি সেখানে ফিরে এসেছে শান্তির সু- বাতাস। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নসহ সর্বস্তরের কর্মী সমর্থকদের বিপদে-আপদে অভিভাবকের মতো সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছেন শিমুল। সরকারি সুবিধার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে করোনাকালীন অসহায়, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

শফিকুল ইসলাম শিমুল বলেন, আমি দলীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই প্রধানমন্ত্রী’র নির্দেশনা মোতাবেক জনগণের সেবক হিসেবে এই কাজ করেছি।

তিনি আরও বলেন, করোনার এই ক্রান্তিকালে আমি নিজের কথা ভাবিনি, ভেবেছি অসহায় মানুষের কথা। ছুটে গিয়েছি তাদের কাছে এবং সমাধান করেছি নানা সমস্যার। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় সরকারি সহযোগিতা ছাড়াও নিজ উদ্যোগে হাজার হাজার পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী ও অর্থ বিতরণ করেছি।

এছাড়াও সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করেছি। বিপদে-আপদে সবসময় অভিভাবকের মত অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি দল আমাকে মনোনয়ন দেবে। মনোনয়ন পেলে আমি জনগণের বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে শৈলকূপা উপজেলার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে পারবো ইনশাল্লাহ।

গাংনীতে ‘বন্ধন’ সংগঠনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

গাংনী উপজেলার ভোমরদাহ গ্রামে ‘বন্ধন’ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার বিকেলে ভোমরদাহ গ্রামের শতাধিক অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নেয় সংগঠনটি।

এ সময় বন্ধন সংগঠন এর সভাপতি আবুল কালাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএটিবি এরিয়া ম্যানেজার এসএম কামাল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রফেসর রেজাউল হক, বন্ধন এর সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আল আমিন, সাবেক ইউপি সদস্য দাউদ হোসেন ও বন্ধনের প্রচার সম্পাদক দিনাজ হাসান।

ঝিনাইদহে বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাছ কেঁটে সাবাড়

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের ৩৫ নং বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি গাছ কেঁটে সাবাড় করে দিয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ।

গতকাল বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সামনে যেখানে ছিল অর্ধশত বছরের নারিকেল গাছ, জামগাছ, ভুত নিমসহ বেশ কয়েকটি পুরাতন গাছ। যা এখন শুধু মরু ভূমিতে পরিণত হয়ে আছে।

স্থানীয়রা জানান, এই গাছের মধ্যে এমন একটি বড় জাম গাছ ছিল যার বয়স হবে আনুমানিক ৫০ বছর। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গাছ ছিল যা দ্বারা স্কুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া জায়গাটিতেও

ছিল ছায়া। কিন্তু হঠাৎ দেখি গাছগুলো নেই, গাছের ছায়াও চোখে পড়ে না। পরে দেখি গাছগুলো কেটে গাছের গোড়াই বালি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মাঝে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয় যে, গাছ কেটে কেন গাছের গোঁড়া বালি দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। এর রহস্য নিয়ে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানে কোন কমিটি নেই। প্রধান শিক্ষক নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যই কমিটি গঠন করে না। প্রতিষ্ঠানে একটি কমিটি থাকলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতো। যে কারণে প্রধান শিক্ষিকা তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করে যাচ্ছেন। তাই স্কুলের গাছ কাঁটার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুধাংশ শেখর বিশ্বাসকে জানিয়েই গাছ কাটা হয়েছে। তবে জাম গাছটির ব্যাপারে জমিদাতা স্থানীয় জব্বার কে দোষারোপ করে বলেন, জাম গাছটি সে কেটেছে।

জমিদাতা জব্বার হোসেনের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুলের গাছ কাটার এখতিয়ার আমার নেই। এই গাছগুলো স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নিজে থেকেই কেটেছে। যে গাছগুলো কিনেছে, আপনি তার কাছে জিজ্ঞেসা করলে জেনে যাবেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুধাংশ শেখর বিশ্বাস বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে গাছ কাটার বিষয়ে তাকে জানিয়ে কাটা হয়নি বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩শত টাকার গাছ কাটতে হলেও টেন্ডার করে কাটার নিয়ম রয়েছে, যদি নিজস্ব ক্ষমতাবলে কেটে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার আড়মুখী কিশোরী ক্লাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে সৃজনী ফাউন্ডেশন ও পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন।

নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৃজনী ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ্যাড . মোজাম্মেল হক , সৃজনী ফাউন্ডেশনের কৈশোর কর্মসূচির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শান্তানুর রহমান , রেডিও ঝিনুকের স্টেশন ম্যানেজার পারভীন নাহার , প্রোগ্রাম অফিসার ইউনুচ আলী , স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মুসল্লি।

এ সময় বক্তারা সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা দুর করতে কিশোর -কিশোরীদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কর্মশালায় আড়মুখী কিশোরী ক্লাবের শতাধিক কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

কোটচাঁদপুরে শেষ মুহূর্তের প্রচার -প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা

আসন্ন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভা নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের প্রচার -প্রচারণায় ব্যস্ত মেয়র প্রার্থীরা। পিছিয়ে নেয় সাধারণ ও

সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থীরাও। মেয়র পদে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থী নৌকা ও ধানের শীষ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন আ.লীগের দুই বিদ্রোহী প্রার্থী। নির্বাচন কমিশন তৃতীয় ধাপে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তফসিল অনুযায়ী আগামী ৩০ জানুয়ারী প্রথম শ্রেণীর এই পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্র মতে পৌর নির্বাচনে ২৭ হাজার ৪’শ ৯৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩ হাজার ৪’শ ৮৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪ হাজার ৮ জন।

তৃতীয় ধাপের এই পৌরসভা নির্বাচনে গত ৩১ ডিসেম্বর ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মেয়র পদে আ.লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৪ মেয়র প্রার্থী মনোনয়ন ফরম জমা দেন। যার যাচাই-বাছাই হয় ৩ জানুয়ারী এবং ১০ জানুয়ারি ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। আ.লীগের দলীয় মনোনীত নৌকার প্রার্থী উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী। অন্যদিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক মেয়র ও পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এস.কে.এম সালাহ্উদ্দীন বুলবুল সিডল ধানের শীষ প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আ.লীগের দুই বিদ্রোহী প্রার্থী পৌর আ.লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম মোবাইল ফোন প্রতীকে এবং বর্তমান মেয়র জাহিদুল ইসলাম জিরে নারিকেল গাছ প্রতীক নিয়ে মেয়র পদে লড়ছেন। এরই মধ্যে দলীয় ভাবে বিদ্রোহী দুই প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যার মধ্যে দলীয় কোন প্রকার পদ-পদবি ছাড়ায় বর্তমান মেয়র জাহিদুল ইসলাম জিরের নাম রয়েছে।

এছাড়াও পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৪ এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে ১২ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শেষ মুহূর্তের দিকে প্রার্থীরা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং পাড়া মহল্লার অলিগলিতে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। করছেন গণসংযোগ, পথসভাসহ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা।

এছাড়াও ভোটারদের মন গলাতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা। অনেকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ফেসবুককে ব্যবহার করছেন। এরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন দু’একটি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সরকার দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে দোকান ভাঙচুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে হাতুড়ি পেটার অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। সাধারণ ভোটারদের মাঝে উদ্বেগ আর উৎকন্ঠা কেমন হবে আগামী ৩০ জানুয়ারীর নির্বাচন।

এদিকে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা রির্টানিং অফিসার। যার সার্বিক সহযোগিতা করছেন উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি বিলুপ্তির পথে

‘আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে, ধুতুর, ধুতুর, ধুতুর ধুর সানাই বাজিয়ে, যাব তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে’ এক সময়ের গ্রামীণ জনপদে চলাচলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ‘গরুর গাড়ি’ নিয়ে রচিত গানে প্রমাণ মিলে এর জনপ্রিয়তার।

সভ্যতার প্রায় উন্মেষকাল থেকেই বাংলাদেশের সবর্ত্রই যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যান ছিল ‘গরুর গাড়ি’। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিবর্তনের যন্ত্রচালিত লাঙল বা পাওয়ার টিলার এবং নানা যন্ত্রযানের উদ্ভবের ফলে বিলুপ্ত ‘গরুর গাড়ি’। তবে এখনও গরুর গাড়ির ঐতিহ্য টিকে রয়েছে নানারকম লোকসংস্কৃতি ও তাকে ভিত্তি করে নানা মেলা-অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে।

দুই চাকাবিশিষ্ট গরু বা বলদে টানা এক প্রকার বিশেষ যান গরুর গাড়ি। এ যানে সাধারণত একটি মাত্র অক্ষের সঙ্গে চাকা দুটি যুক্ত থাকে। গাড়ির সামনের দিকে একটি জোয়ালের সঙ্গে দুটি গরু বা বলদ জুটি মিলে গাড়ি টেনে নিয়ে চলে।

জানা যায়, গরুর গাড়ির ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ১৬০০ বছর আগেই সিন্ধু অববাহিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চলে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল, যা সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম বাংলায় এ ঐতিহ্য, আজ তা বিলুপ্তির পথে।

কালের পরিক্রমায় আধুনিকতার স্পর্শে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জেও ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি এখন শুধুই অতীতের স্মৃতি। গ্রামগঞ্জের আঁকাবাঁকা মেঠো পথে ধীরে ধীরে বয়ে চলা গরুর গাড়ি এখন আর চোখে পড়ে না।

রঘুনাথপুর গ্রামের সেকেন্দার আালী বলেন, মাত্র দুই যুগ আগেও পণ্য পরিবহন ছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনে বহনের বিকল্প কোনও বাহন কল্পনাই করা যেত না। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক-বাহক অনেক বাহনেরই আমূল পরিবর্তন-আধুনিকায়ন হয়েছে। আজ শহরের ছেলেমেয়ে দূরে থাক, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও গরুর গাড়ির সঙ্গে খুব একটা পরিচিত না।

সাংবাদিক শিপলু জামান বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রকৃতিবান্ধব গরুর গাড়ি বহুবিধ কারণে বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও কালেভদ্রে দু-একটি গরুর গাড়ির দেখা মিললেও বর্তমানে তা ডুমুরের ফুল। ঐতিহ্যের স্বার্থেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

‘ ‘পুলিশকে সহায়তা করুন, পুলিশের সেবা গ্রহণ করুন” এই সেø◌াগানকে সামনে রেখে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঝিনাইদহে ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে জেলা ট্রাফিক পুলিশের আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর মোঃ সালাহ উদ্দিন, গোলাম মোর্শেদ, হাসানুজ্জামান, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাবেক

সভাপতি রোকনুজ্জামান রানু, জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ালিউর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান খোকন বক্তব্য রাখেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তা ও বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের চালক ও সহকারীরা।

মেহেরপুরে দেড় মাসে প্রায় ৭০ লাখ টাকার ফসল কর্তন

এম এফ রুপক / ফয়সাল আহম্মেদ

মেহেরপুরে ফসলের উপর শত্রুতা যেন থামছেই না। একের পর এক ফসলের জমি থেকে ফসল কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবারও ঘটেছে এক চাষির গম ক্ষেত কেটে নষ্ট করার ঘটনা।

এ নিয়ে গত এক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ডজন খানেক চাষির জমিতে হামলা চালিয়ে উঠতি ফসল কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এছাড়াও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে লাখ লাখ টাকার মাছ মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এতে চাষিদের লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হলেও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।

এ ধরনের অনেক অভিযোগ থাকলেও এখনো অধরা অভিযুক্তরা। কখনো চাদা না পেয়ে আবার কখনো শত্রুতা করে এই ফসল কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছে চাষিরা। এছাড়াও জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরেও এ ধরণের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছে অনেকেই। মাস খানেকের মধ্যে এতগুলো ফসল কেটে নষ্ট করার ঘটনায় উদ্বিগ্ন এলাকার চাষিরা। দামি ফসল গুলো এইভাবে কেটে নষ্ট করায় অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের মিনারুল নামের এক গম চাষির এক বিঘা জমির গম কেটে নষ্ট করেছে প্রতিপক্ষরা। এতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে তার। এ বিষয়ে মিনারুল ইসলাম জানান, জমিতে সেচ দেওয়াকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের লোকমান নামের এক জনের সাথে বাকবিতণ্ডা হয়। এ নিয়ে লোকমান আমাকে হুমকি দিয়ে

বলে "জমির গম কিভাবে তুলবি, দেখে নেবো"। পরে লোকমান, আসমানি ও সাহাদৎ মিলে আমার এক বিঘা জমির গম কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

গত ১৬ জানুয়ারি মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে চাঁদা না পেয়ে দুই বিঘা জমির পেঁয়াজ কেটে নষ্ট করার ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী চাষি ফয়জদ্দিন আলীর ক্ষতি হয়েছে প্রায় এক লাখ টাকা। এ বিষয়ে ফয়জদ্দিন জানান, একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন দিয়ে প্রতিনিয়তই চাঁদা চাইতো। আমি চাঁদা দিতে না চাইলে তারা আমার পেঁয়াজ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

গত ২৫ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলার যুগিরগোফা গ্রামে ঘটেছে মাছ মারার ঘটনা। বড় আশা করে অনেক স্বপ্ন নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছিল যুগিরগোফা গ্রামের ৬ জন মাছ চাষি। কিন্তু দূর্বৃত্তদের বিষ প্রয়োগের ফলে মাছ গুলো মারা যায়। এতে নিমিষেই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় তাদের। ক্ষতিগ্রস্ত চাষি আব্দুল লতিফ, ঠান্ডু মিয়া, আনিস, ইদ্রিস, খলিল মেম্বর ও দুখু মিয়া জানান, আমাদের প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। রাতের আঁধারে এই ধরণের নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে দুর্বিত্তরা।

একই উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে ঘটেছে তামাক কেটে নষ্ট করার ঘটনা। গত ৭ জানুয়ারি গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মাঠে ২ বিঘা জমির তামাক কেটে নষ্ট করেছে দুর্বিত্তরা। লোন করে তামাক চাষ করে এখন চরম বিপাকে পড়েছে একই গ্রামের ভুক্তভোগী চাষি মুরাদ আলী।

এছাড়াও ঢেপা গ্রামে ঘটেছে উঠতি কলা কাটার ঘটনা। গত ১৫ জানুয়ারী রাতে শত্রুতা করে এমন কাজ করেছে বলে জানায় ভুক্তভোগী চাষি চান মিয়া। চরগোয়াল গ্রামে কলা চাষি হাবিব উদ্দিনের সাথে একই ঘটনা ঘটেছে। এখানে প্রায় ৩শ টি কলার কাঁদিসহ গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও মেলেনি সুফল।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামেও ঘটেছে কলা গাছ কাটার ঘটনা। এখানেও দুই বিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল সদর থানায়। এছাড়াও মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক পাড়ায় ঘটেছে একই ঘটনা। আবু তাহের নামের এক চাষির দুইবিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করেছে দূর্বৃত্তরা। এতে প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয় তার।

মেহেরপুর নতুন বাস টার্মিনালের পাশে একটি জমির মরিচ গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় ১০ কাঠা জমির মরিচ গাছ কেটে উজাড় করে দেওয়া হয়েছিল। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের গত ১২ ডিসেম্বরে ঘটেছিল কলা গাছ কাটার ঘটনা। এখানেও দুই বিঘা জমির কলা কেটে নষ্ট করেছিল দূর্বৃত্তরা। ভুক্তভোগী চাষি একই গ্রামের শাহীন জানান, রাতের আঁধারে কে বা কারা এই ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছিল।

যে কারণেই হোক না কেন ব্যক্তির উপর রাগ ফসলের উপর দেখানো খুবই জঘন্য। চাষিদের ফসল কেটে নষ্ট করার সাথে যারা জড়িত তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

এমনটিই মন্তব্য করেছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ। এছাড়াও তিনি বলেন, ফসল কেটে নষ্ট করার ঘটনা ইতোমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় ঘটেছে। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে চাষিরা আতঙ্কে থাকবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসাশন) জামিরুল ইসলাম বলেন, এ ধরণের ঘটনা ঘটছে এটা আমরা শুনেছি। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগও আমাদের কাছে এসেছে। তবে যারা এই ধরণের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করছি অতি দ্রুত তাদের আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন

‘তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, আসক্তি রোধ’ শ্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরা

পারভীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবু তারেক, আদর্শ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আজিজুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের মেলায় ২৪টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আশা করবো এখান থেকে অর্জিত জ্ঞান দেশের কল্যাণে কাজে লাগবে।

শৈলকুপায় চাকুরী দেওয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এক প্রতারক চক্র।

এই চক্রটি ঝিনাইদহের শৈলকুপা, মাগুরার শ্রীপুর, কুষ্টিয়ার খোকসা ও রাজবাড়ির পাংশা উপজেলার সাধারণ নিরীহ মানুষের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে নগদ টাকা আবার কখনো চেক, ষ্ট্যাম্পে সই নিয়ে জিম্মি করে অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা।

শৈলকুপা উপজেলার চর বাখরবা গ্রামের শরিফুল ইসলাম জানান, তার ছেলে বাধনের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে গত ৮ মাস আগে শৈলকুপা উপজেলার গোয়ালবাড়িয়া গ্রামের সুরুজ আলির ছেলে গিয়াস উদ্দিন (তারা) স্ট্যাম্প ও চেক নিয়ে তার সহযোগী শৈলকুপা উপজেলার চর ডাউটিয়া গ্রামের সিরাজ জোয়ার্দারের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছে দেয়।

এছাড়াও এই চক্রের সাথে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রাশিদা বেগম, একই

গ্রামের মজিবর মুন্সির ছেলে আসানে ও তার স্ত্রী মোছাঃ কনা খাতুন এবং শ্রীপুর উপজেলার খড়িবাড়িয়া গ্রামের মৃত বারিক শেখের ছেলে আক্তার শেখ জড়িত।

এর পর চাকুরী দিতে না পারলে আমি চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ চায়। এখন এই প্রতারক চক্রটি আমার চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ না দিয়ে উল্টো আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

. এই চক্রের সদস্য গিয়াস উদ্দিন (তারা) বলেন, আমি চেক ও স্ট্যাম্প শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে নিয়ে জাহাঙ্গীরের কাছে দিই। এখন জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী কেন যে চেক ও স্ট্যাম্প ফেরত দিচ্ছে না তা আমি বলতে পারছি না।

তিনি আরো বলেন, চাকুরী যেহেতু দিতে পারিনি তাই অনেক আগেই চেক ও স্ট্যাম্প ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমার গ্রামের আসানে ও গোয়ালবাড়ি গ্রামের গিয়াসউদ্দিন তারা ও আমার স্ত্রী রাশিদা বেগমের সাথে শলাপরামর্শ করে এই কাজ করেছে। আমি এর সাথে জড়িত না। পুরো এই নাটকের সাথে জড়িত গিয়াস উদ্দিন ও আমার স্ত্রীসহ ৪/৫ জন, আমার কাছে কোন স্ট্যাম্প ও চেক নেই। আপনারা চাপ দিলে চেক স্ট্যাম্প দিয়ে দিবে।

শুধু শরিফুল ইসলামই না এমন অনেক পরিবারের সাথে প্রতারণা করে আসছে এই প্রতারক চক্রটি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, গোয়ালবাড়িয়ার গিয়াস উদ্দিন ও চর ডাউটিয়ার জাহাংগীর হোসেন ও তার স্ত্রী সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেওয়ার নাম করে এক ভয়াবহ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, এলাকায়। আর এই সিন্ডিকেটের পাল্লায় পড়ে অনেক পরিবারই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

তাই এলাকাবাসি প্রশাসনের কাছে দাবী অতি স্বত্তর এই প্রতারক চক্রটিকে ধরে আইনের আওতায় আনা হোক। সুষ্ঠু তদন্ত হলে থলের বিড়াল বেড়িয়ে আসবে।